তারিখ ... পৃঃ ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

নকল করতে না পারায় মিঠাপুকু
কেন্দ্র ভাঙচুর, অধ্যক্ষকে প্রহার

পরিমল মজুমদার, রংপুর থেকে : জেলার শঠিবাড়ি এইচএসসি কেন্দ্রের ছাত্ররা গতকাল বৃহস্পতিবার নকল করতে না পারায় ঐ কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর ও অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের বেদম মারপিট করেছে। দিনব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালে নিরীহ জনসাধারণও ছাত্রদের হামলার শিকার হয়। এতে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়। আহত ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রকে মিঠাপুকুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মিঠাপুকুর ও শঠিবাড়ি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষ চলছিল।

জেলার মিঠাপুকুর থানায় পাশাপাশি দুটি এইচএসসি কেন্দ্র রয়েছে। নকল প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্র সচিব ও থানা প্রশাসন মিঠাপুকুর কলেজের ছাত্রদের শঠিবাড়ি কেন্দ্রে ও শঠিবাড়ি কলেজের ছাত্রদের মিঠাপুকুর কেন্দ্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। এ ব্যবস্থায় মিঠাপুকুর কলেজের শিক্ষকরা মঠিবাড়ি কলেজের ছাত্রদের নকলের সুযোগ না দেওয়ায় পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শঠিবাড়ি কলেজের শিক্ষকরাও মিঠাপুকুর কলেজের ছাত্রদের নকল করতে বাধা দেন। ফলে ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও এ বিরোধে জড়িয়ে পড়েন।

গতকাল সকালে অর্থনীতি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে মিঠাপুকুর কলেজে পরীক্ষা দিতে আসা শঠিবাড়ি কলেজের ছাত্ররা কোনো রকম নকলে সুযোগ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দু ১টায় পরীক্ষা শেষ হলে বিক্ষুব্ধ ছাত্র সংগঠিত হয়। প্রায় ৪ শতাধিক ছ মিঠাপুকুর থেকে ৩ কিঃ মিঃ দূরে তাদে নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শঠিবাড়ি ডি মহাবিদ্যালয়ে চড়াও হয়। তাদের তাণ প্রতিষ্ঠানটির দরজা-জানালা ও আসবাবপত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর পর ছাত্র অধ্যক্ষের কক্ষে হামলা চালায়। সেখা উপস্থিত অধ্যক্ষ এম এ হান্নান ডেমোনেস্ট্রেটর আকমল হোসেনকে বেধ মারপিট করে। পরে এ সংঘর্ষে বহিরাগত যোগ দিলে সংঘর্ষটি আঞ্চলিক দাঙ্গায় র নেয়।

শঠিবাড়ি এলাকার ছাত্ররা মিঠাপু এলে এবং মিঠাপুকুরের ছাত্ররা শঠিবাড়ি গেলে হামলার শিকার হচ্ছে। ফলে সংঘর্ষ থানা সদর থেকে বিস্তৃতি করেছে। ছাত্রদের হামলা থেকে নি জনসাধারণও রেহাই পাচ্ছে না। ধাওয়া-প ধাওয়া ও সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন আ হয়েছে। এদের মধ্যে শঠিবাড়ি মহাবিদ্য 'ডেমোনেস্টট্রেটর' আকমল হোসেন মিঠাপুকুর কলেজের পরীক্ষার্থী মি মহন্তকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করা হয়েছে। এলাকায় দাঙ্গা পু মোতায়েন করা হয়েছে। রংপুরের এ (শিক্ষা) ও পুলিশ সুপার ঘটনা রয়েছেন।